প্রিয় নবী صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم এর সম্মানিত পিতামাতা

29-October-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

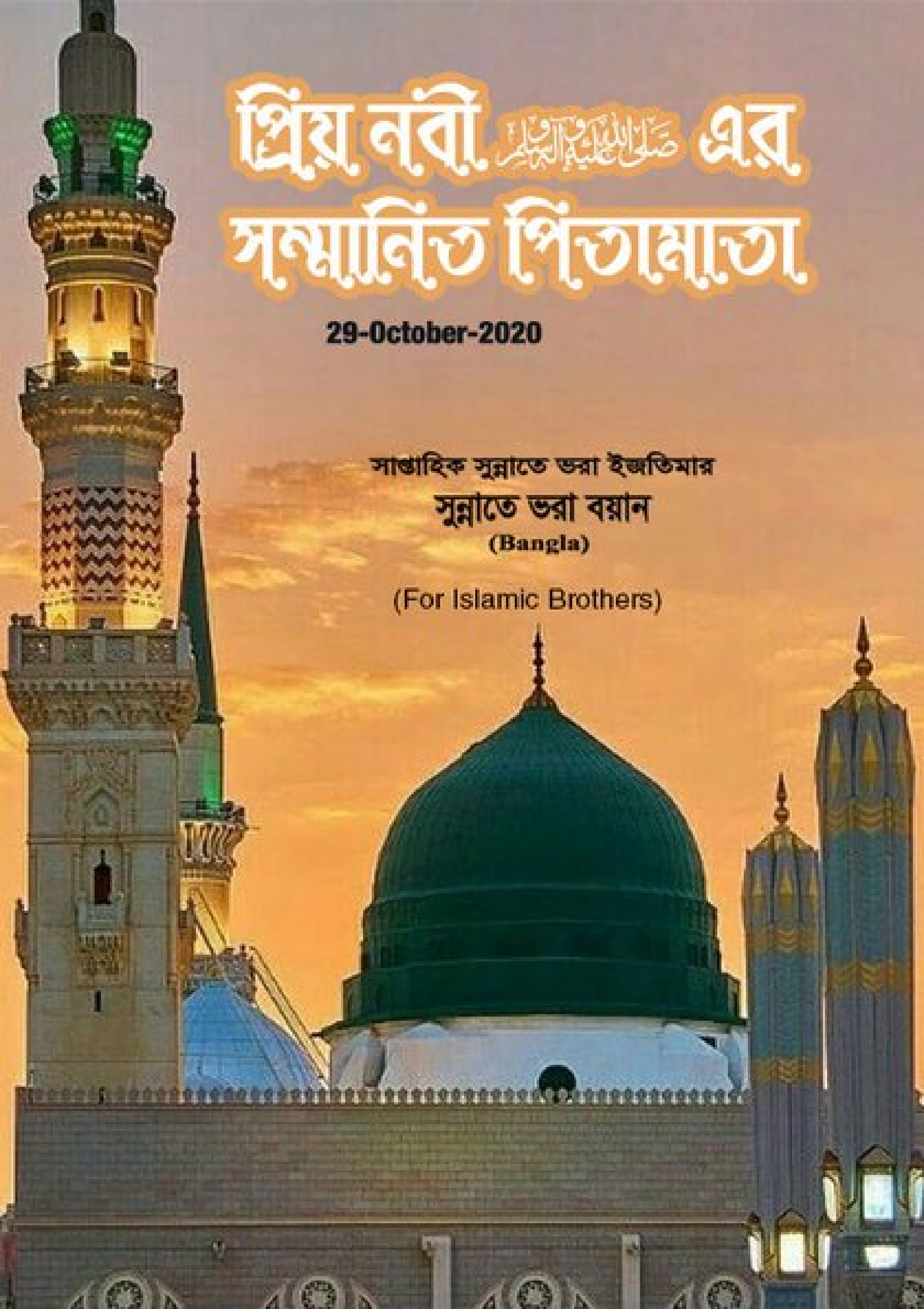

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّلْقَى اللهَ غَداً رَاضِياً فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ অর্থাৎ যার এটি পছন্দ যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় **আল্লাহ পাক** তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে তবে তার উচিৎ, আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

(মুসনাদুল ফিরদাউস, ২/২৮৪, হাদীস ৬০৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউল আউয়ালের মুবারক মাস তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের খুশি। আশিকানে রাসূল **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে নিজেদের মন ও মননকে সুবাসিত করছে। ☆ কোথাও **তাঁর** বিলাদতের আলোচনা হচ্ছে আর কোথাও **তাঁর** উৎকর্ষতার (Virtues) বর্ণনা। ☆ কোথাও **তাঁর** শান ও মহত্বের বর্ণনা হচ্ছে আবার কোথাও **তাঁর** মুবারক চরিত্রের কল্যাণময় আলোচনা হচ্ছে। ☆ কোথাও **প্রিয় মুস্তফার** ইবাদতের বর্ণনা

হচ্ছে আর কোথাও **মুস্তফা**র নেতৃত্বের চর্চা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র শাফায়াতের আলোচনা হচ্ছে আবার কোথাও **তাঁর** অনুগ্রহের চর্চা হচ্ছে। ✯ কোথাও **তাঁর** মহত্বের বর্ণনা হচ্ছে আর কোথাও **তাঁর** উচ্চ মর্যাদার আলোচনা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র ক্ষমতার বর্ণনা হচ্ছে আর কোথাও **মুস্তফা**র বীরত্বের আলোচনা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র কৃপাদৃষ্টির কথা হচ্ছে আর কোথাও **মুস্তফা**র দানের বর্ণনা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র বংশের চর্চা হচ্ছে আর কোথাও নবুয়তের বরকতের বর্ণনা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র মেরাজের কথা হচ্ছে আর কোথাও **মুস্তফা**র চরিত্রের বর্ণনা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র ক্ষমতার আলোচনা হচ্ছে আবার কোথাও **মুস্তফা**র দয়ার বর্ণনা হচ্ছে। ✯ কোথাও **মুস্তফা**র হিজরতের কথা হচ্ছে আর কোথাও **মুস্তফা**র সম্ভাষনের বর্ণনা হচ্ছে। যেনো প্রতিটি কণা কণা **মুস্তফা**র মিলাদের বরকত হতে নিজ নিজ অংশ পাচ্ছে। আসুন! এরই প্রসঙ্গে আজ আমরাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিতামাতা সম্পর্কে শুনবো। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শুনার সৌভাগ্য নসীব করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আব্বাজানের শান

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا হলেন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিতা মহোদয়। **তাঁর** নাম মুবারক আব্দুল্লাহ, উপনাম আবু মুহাম্মদ, আবু আহমদ এবং আবু কুসাম (অর্থাৎ মঙ্গল ও কল্যাণ কুড়ানো ব্যক্তি)। (শরহে যুরকানি আলাল মাওয়াহেব লিদ দুনিয়া, ১/১৩৫) তাছাড়া সম্মানিতা আম্মাজানের নাম মুবারক হলো আমেনা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا। হযরত

সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ তাঁর পিতা হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর সকল সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্নেহভাজন ও প্রিয় ছিলেন। কোরাইশ গোত্রের সকল সুন্দরী মহিলারা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কে বিবাহ করার আবেদন করেন কিন্তু হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এমন মহিলার খোঁজে ছিলেন যিনি সৌন্দর্য্যের পাশপাশি বংশ মর্যাদার আভিজাত্য এবং উচ্চ স্তরের পুতঃপবিত্রও হবে।

অদৃশ্য আরোহীরা প্রাণে বাঁচালো (ঘটনা)

একদিন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ জঙ্গলে গেলেন, সিরিয়ার অমুসলিমরা কতিপয় নির্দশন দ্বারা বুঝে গেলো যে, তিনিই হলেন **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানীত পিতা। অতএব তারা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কে অনেকবার হত্যা (অর্থাৎ শহীদ) করার চেষ্টা করলো কিন্তু **আল্লাহ পাক** আপন দয়া ও অনুগ্রহে তাঁকে বাঁচিয়ে নেন। সুতরাং অদৃশ্য জগত থেকে হঠাৎ কিছু এমন আরোহী এলো, যারা এই দুনিয়ার লোকদের মতো নয়, তাঁরা এসে তাঁর শত্রুদেরকে মেরে তাড়িয়ে দিলো আর হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কে নিরাপদে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলো।

বিবাহ হয়ে গেলো

(হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর সম্মানিত পিতা) হযরত ওয়াহাব বিন মানাফ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُও সেদিন জঙ্গলে ছিলেন আর তিনি নিজের চোখে এসব কিছু দেখেন। তখন তাঁর মাঝে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর প্রতি অশেষ প্রেম ও ভক্তি সৃষ্টি হয়ে গেলো, বাড়ি ফিরে এরূপ প্রতিজ্ঞা করে নিলেন যে, আমি আমার চোখের মণি হযরত আমেনা

رَضِیَ اللّٰہ عَنْہَا এর বিবাহ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ এর সাথে দিবো। অতএব নিজের এই মনোবাসনাকে নিজের কয়েকজন বন্ধুর মাধ্যমে তিনি হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। **আল্লাহ পাকের** অপূর্ব মহিমা যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ নিজের চোখের মণি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ এর জন্য যেমন কনের খোঁজ করছিলেন, সেই সকল গুণাবলী হযরত বিবি আমেনা বিনতে ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہ عَنْہَا এর মাঝে বিদ্যমান ছিলো। সুতরাং চব্বিশ বছর বয়সে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ এর সাথে হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللّٰہ عَنْہَا এর বিবাহ হয়ে গেলো আর নূরে মুহাম্মদী হযরত হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللّٰہ عَنْہَا এর পেট মুবারকে তাশরীফ নিয়ে আসে।

হযরত আব্দুল্লাহর ওফাত

যখন গর্ভ শরীফের দুই মাস পূর্ণ হলো তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ হযরত হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ কে খেজুর আনার জন্য মদীনায়ে পাকে প্রেরণ করেন বা ব্যবসার জন্য সিরিয়ায় পাঠালেন। সেখান থেকে ফিরার সময় মদীনায়ে পাকে তাঁর পিতার (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ) নানার বাড়ী **"বনু আদী বিন নাজারে"** এক মাস অসুস্থ থাকার পর ২৫ বছর বয়সে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ ইন্তিকাল করলে তাঁকে **'দারে নাবাগা'**য় দাফন করা হয় এবং সেখানেই তাঁর মাযার শরীফ বানানো হয়।

(মাদারিজুন নবুওয়ত, ২য় অংশ, ১ম অধ্যায়, ১২-১৪ পৃষ্ঠা)

বিবি আমেনার ওফাত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বয়স যখন ৫/৬ বছর হলো, তখন **তাঁর** আম্মাজান হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাথে নিয়ে মদীনা শরীফ তাঁর দাদাজান হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নানার বাড়ী বনু আদী বিন নাজারে সাক্ষাত করতে যান, তাঁর খাদেমা উম্মে আয়মন رَضِیَ اللهُ عَنْهَاও সাথে ছিলেন, যখন ফিরে আসছিলেন তখন **"আবওয়াহ"** নামক স্থানে হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ইন্তিকাল করেন আর সেখানেই দাফন হন।

ওফাতের সময় বিবি আমেনা এই শের পাঠ করেন

ইন্তিকালের সময় হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাঁর **প্রিয় সন্তান, উভয় জগতের সর্দার, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে ভালবাসার দৃষ্টিতে তাকালেন আর কয়েকটি আরবী শের পাঠ করলেন: (যার বঙ্গানুবাদ কিছুটা এমন:) হে পরিচ্ছন্ন সন্তান! **আল্লাহ পাক** তোমার মাঝে বরকত রাখুক। হে তাঁর সন্তান! যিনি বড় নেয়ামত সম্পন্ন বাদশাহ **আল্লাহ পাকের** সাহায্যে মৃত্যু থেকে মুক্তি পেয়েছিলো, (হে আমার প্রিয় সন্তান!) যা কিছু আমি স্বপ্নে দেখেছি, তা ঠিক, তুমি তো সম্মান ও মহত্ববান **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে সৃষ্টির প্রতি পয়গম্বর হয়ে এসেছো। তুমি হেরেম ও হেরেম নয় এমন সব এলাকার পক্ষে ইসলামের জন্য প্রেরিত হয়েছো, যা তোমার নেককার পিতা (**আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা) ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর দ্বীন ছিলো, এজন্য আমি **আল্লাহ পাকের** শপথ দিচ্ছি, তোমাকে **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো সম্পর্কে নিষেধ করছি যেন বিভিন্ন জাতীর সাথে মিশে সেসব প্রতিপালকের সাথে বন্ধুত্ব করো না। (আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, মাকসাদুল আউয়াল, যিকিরে রেযাআত, ১/৮৮-৮৯)

দুনিয়া মারা যাবে কিন্তু আমি কখনো মরবো না!

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত বিবি আমেনা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর এই রোগে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মাথা মুবারক টিপে দিতেন এবং কান্না করতেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অশ্রু তাঁর (আম্মাজানের) চেহারায় পড়লে তখন চোখ খুললেন আর নিজের ওড়না দিয়ে তাঁর (**রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর) অশ্রু মুছে দিয়ে বললেন: **"দুনিয়া মারা যাবে কিন্তু আমি কখনোই মরবো না, কেননা আমি তোমার মতো সন্তান রেখে যাচ্ছি, যার কারণে পূর্ব পশ্চিমে আমার চর্চা হবে।"** এই যুগের অলীয়ার এই বাণীটি পুরোপুরি সঠিক বলে (প্রমাণিত) হলো। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৫২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওফাত প্রাপ্ত পিতামাতা জীবিত হয়ে গেলো!

হে আশিকানে রাসূল! প্রত্যেকেরই আপন পিতামাতা প্রিয় হয়ে থাকে আর আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটবে কেন! নিজ সম্মানিত পিতামাতাকে স্বীয় উম্মতের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়ার জন্য মহান **আল্লাহ পাকের** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কিরূপ আজিমুশ্মান মুজিযা দেখিয়েছেন, আসুন তা শুনি এবং আনন্দে মেতে উঠি:

ইমাম আবুল কাসেম আব্দুর রহমান সুহাইলি উদ্ধৃত করেন: উম্মুল মুমিনীন হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: **"হে আল্লাহ পাক!** আমার পিতামাতাকে জীবিত করে দাও।" **আল্লাহ পাক আপন প্রিয় হাবীবের** দোয়া কবুল করে **তাঁর** পিতামাতা উভয়কে জীবিত করে দিলেন এবং তাঁরা জীবিত হয়ে **শেষ**

নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনলেন অতঃপর নিজ নিজ মাযার মুবারকে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। (আর রওজুল উনুফ, ১/২৯৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মানিত পিতামাতা কখনো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করেননি

সাবধান! এথেকে কেউ এরূপ মনে করবে না যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতামাতাদ্বয় مَعَاذَ الله (**আল্লাহর** পানাহ) কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাঁরা কবর আযাবে লিপ্ত ছিলেন, তাই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করেছেন, যাতে আযাব থেকে মুক্তি পায়। কখনোই এরূপ নয় বরং তাঁরা উভয়ে একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন (অর্থাৎ এক **আল্লাহর** উপর বিশ্বাসী ছিলেন) আর কখনোই তাঁরা **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করেননি। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদেরকে নিজের উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করার জন্যই পুনরায় জীবিত করে কলেমা পাঠ করিয়েছিলেন।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাপদাদারা ঈমানদার ছিলেন

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত আমেনা খাতুন رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর ঈমানদার হওয়া কোরআনে করীমের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া করেছিলেন: وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ۪ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে একটা উম্মতকে তোমারই অনুগত করো।) (পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৮) অতঃপর **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে আমাদের প্রতিপালক! আর

প্রেরণ করো তাদের মধ্যে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে।) (পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৯) **আল্লাহ!** আমার বংশধরদের মধ্যে সর্বদা একটি মুমিন দল রাখো আর **হে মওলা!** এই মুমিনের দলে **শেষ নবী** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে প্রেরণ করো, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর এই দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়েছে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল পূর্বপুরুষ (অর্থাৎ পিতা, দাদা, দাদার পিতা এভাবে একেবারে উপরে পর্যন্ত) সবই ঈমানদার ছিলেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৫২৪)

জান্নাতী মাছ

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **তাফসীরে রুহুল বয়ানে** উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام তিনদিন বা সাতদিন কিংবা চল্লিশদিন মাছের পেটে ছিলেন, তাই সে মাছ জান্নাতে যাবে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১৫তম পারা, কাহাফ, ১৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/২২৬। ১৮তম পারা, আম্বিয়া, ৮৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/৫৭৮)

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিতামাতা জান্নাতী

হে আশিকানে রাসূল! ভেবে দেখুন! যে মাছের পেটে **আল্লাহর** নবী হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام মাত্র কয়েক দিন ছিলেন, সে মাছ যদি জান্নাতে যায়, তবে যেই মুবারক পেটে হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এর আক্বা **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কয়েক মাস পর্যন্ত তাশরীফ নিয়েছিলেন সেই বিবি আমেনা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا **আল্লাহর** পানাহ কাফের অবস্থায় দুনিয়া থেকে যাবেন এবং কবর আযাবে লিপ্ত থাকবেন তা কিভাবে হতে পারে! নিঃসন্দেহে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতামাতা رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এর মুবারক জীবনের প্রতিটি মুহুর্তই একত্ববাদের (অর্থাৎ ঈমান অবস্থায়) উপর ছিলো এবং তাঁরা জান্নাতী, বরং আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী**

মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল পূর্বপুরুষই ছিলেন একত্ববাদে বিশ্বাসী। যেমনটি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **“আমি সর্বদা পুতঃপবিত্র পুরুষের পিঠ থেকে পবিত্র স্ত্রীদের পেটে স্থানান্তরিত হয়েছি।”**

(দালায়িলুন নবুয়ত লিআবী নুআইম, ফসলুস সানী, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫)

ওলামায়ে কিরামের বাণী সমগ্র

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৩০তম খন্ডের ২৯৯ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান আলোচনার সারাংশ হলো: “অসংখ্য আকাবির ওলামার মত হলো: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় পিতামাতা মুসলমান এবং আখিরাতে তাঁদের মুক্তির ফয়সালা হয়ে গেছে।” হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিতামাতার ঈমানের ব্যাপারে ৭টি পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁদের ঈমান প্রমাণ করেছেন। কাযী ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে এই প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, “এক ব্যক্তি বলে যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বপুরুষরা জাহান্নামী مَعَاذَ الله।” তিনি বলেন: “এই ব্যক্তি অভিশপ্ত।”

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, ১ম পারা, সূরা বাকারা, ১১৯নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২১৮)

১৪শত বছর পরও শরীর নিরাপদ!

২১ জানুয়ারী ১৯৭৮ইং এর পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী মদীনায়ে পাকের মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের জন্য খনন কালে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্মানিত আব্বাজান হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا এর শরীর মুবারক (দাফন হওয়ার ১৪শত বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এরপরও তাঁর কবর শরীফ থেকে) একেবারে তাজা অবস্থায় বের হয়ে আসে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো “এলাকায়ী দাওরা”

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** বিনয় ও নম্রতার মানসিকতা প্রদান করে এবং ইশকে মুস্তফার সূধা পান করিয়ে থাকে। সুতরাং এই নেয়ামত অর্জন করতে আপনারাও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার **১২টি** মাদানী কাজে অংশগ্রহনকারী হয়ে যান। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে ২ ঘন্টা মাদানী কাজের জন্য দেয়ার উৎসাহ দেয়া হয়েছে, নিঃসন্দেহে যে যতবেশি সময় দিবে, তার জন্য সাওয়াব অর্জন করার সুযোগও তেমনি বেশি হবে। اِنْ شَآءَ الله

যেলী হালকার **১২টি** মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো **“এলাকায়ী দাওরা”**। এই মাদানী কাজের অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে, যেমন মসজিদ পূর্ণ থাকে। এলাকায় ব্যাপকভাবে মাদানী কাজ প্রসারিত হয়। নতুন নতুন ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। বেনামাযীকে নামাযী বানানোর সৌভাগ্য নসীব হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়ার অংশীদার এবং নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুযোগ হয়। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে এলাকায়ী দাওরার একটি ঘটনা শুনি।

মসজিদ আবাদ হয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো, আমাদের মাদানী কাফেলা পাঞ্জাব শহরের একটি মসজিদে পৌঁছলো। দরজায় তালা লাগানো ছিলো, অনেক চেষ্টা করে চাবি সংগ্রহ করলাম,

দরজা খুলতেই দেখলাম চারিদিকে ধুলোবালিতে ভরা, এমন লাগছে যেনো অনেকদিন ধরে মসজিদ বন্ধ হয়ে আছে, আমরা মিলেমিশে পরিস্কার করলাম, আসরের নামাযের পর **এলাকায়ী দাওরা** করার জন্য খেলার মাঠে গেলাম এবং খেলায় রত যুবকদেরকে নেকীর দাওয়াত দিলাম। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه অনেক যুবক সাথে সাথেই আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো, মসজিদে এসে আমাদের সাথে নামায পড়ার এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলো, আমাদের ইনফিরাদী কৌশিশে তারা মসজিদটিকে আবাদ করার নিয়্যত করে নিলো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

মসজিদের ইমাম ও ইমামত কোর্স মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর প্রতি আরো বেশি আগ্রহী হতে এবং গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা বানাতে আশিকানে রাসূলের প্রিয় সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত প্রসার করতে ১০৮টিরও বেশি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে। এরমধ্যে একটি হলো **"মসজিদের ইমাম ও ইমামত কোর্স মজলিশ"**। যা মসজিদকে পরিপূর্ণ করার জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগের কাজ করে থাকে এবং তাদের কল্যাণের জন্য বেতনও নির্ধারন করা হয়, যাতে ইসলামী ভাইয়েরা আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে ব্যাপকভাবে নেকীর দাওয়াত প্রসার করতে পারে। মসজিদকে সমৃদ্ধ করাতে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ইমামগণ ফজরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানো, ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে

জামাআত সহকারে নামাযের আগ্রহ প্রদান, ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেয়া, ফজরের নামাযের পর তাফসীরে কোরআনের হালকায় অংশগ্রহন করানো এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলকে কাফেলায় সফর করানোর মাধ্যমে মসজিদকে সমৃদ্ধ করে থাকে।

অনুরূপভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি **"ইমামত কোর্স মজলিশ"**ও রয়েছে। যা ইমামতের আকাঙ্ক্ষী ইসলামী ভাইদেরকে ইমামত কোর্স করিয়ে থাকে। এই কোর্সের গুরুত্ব বর্ণনা করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: **"যে ইমামত করতে চায়, তার উচিৎ যে, সে যেনো ইমামত কোর্স অবশ্যই করে যদিও মাদানী হোক না কেন, কেননা ইমামত কোর্সে বিশেষ করে ইমামতের মাসআলা সমূহের প্রশিক্ষন দেয়া হয়।"** আশিকানে রাসূলের সহচর্য দ্বারা সমৃদ্ধ ইমামত কোর্সে যা কিছু শিক্ষা অর্জন করা যায়, তার বিস্তারিত জানার পর দ্বীনের প্রতি আগ্রহী সকল মুসলমান সম্ভবত এটাই আফসোস করবে যে, আহ! যদি আমিও ইমামত কোর্স করার সৌভাগ্য করতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইমামত কোর্সে মৌলিক আক্বীদার উপর অনন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অযু, গোসল, নামায, ইমামতি, কাফন ও দাফন, পাক নাপাক, বিবাহ পড়ানো এবং চাঁদা ইত্যাদি মাসআলা শিখানো হয়ে থাকে। কায়দা ও মাখরিজ সহকারে কোরআনে পাক পড়া এবং পড়ানো শিখানো হয়ে থাকে। চারিত্রিক প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা থাকে। মাদানী কাজ করারও পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আর কোর্স শেষে সনদও (সার্টিফিকেট) প্রদান করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইমামত কোর্সের বরকতে ইসলামী ভাইয়েরা ইমাম হয়ে বিদায় নেয় আর সমাজে সম্মানজনক স্থান লাভ করে, সুতরাং যে পারবে তার অবশ্যই ইমামত কোর্সের মাধ্যমে ইলমে দ্বীন অর্জন করা উচিৎ। **আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে**

ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত সকল ইসলামী ভাইকে ইমামত কোর্স করার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কোরআনে পাক স্পর্শ করার কয়েকটি মাসআলা

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! পুস্তিকা **"তিলাওয়াতের ফযীলত"** এর ২১ নং পৃষ্ঠা থেকে "**কোরআনে পাক স্পর্শ করার কয়েকটি মাসআলা**" শ্রবণ করি: (১) যদি অযু না থাকলে কোরআনে পাক স্পর্শ করার জন্য অযু করে নেওয়া ফরয। (নূরুল ইযা, ১৮ পৃষ্ঠা) (২) স্পর্শ না করে দেখে দেখে (অযু ছাড়া) কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করাতে কোন অসুবিধা নেই। (৩) কোরআনে করীম স্পর্শ করার জন্য বা সিজদায়ে তিলাওয়াত অথবা শোকরানার সিজদার জন্য পানির সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বে তায়াম্মুম করা জায়িয নয়। (বাহারে শরীয়াত, ২য় অংশ, ১/৩৫২)

ঘোষণা

কোরআনে পাক স্পর্শ করার অবশিষ্ট মাসআলা তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।”

(আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর জন্য

সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)